সমিতির সাধারণ সদস্যদেরও মনে রাখতে এবং বিশ্বাস করতে হবে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ তিন বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এ কমিটি সকল সদস্যদের স্বার্থ ও পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করে থাকে। এখানে ব্যক্তির ইচছা ও খামখেয়ালীপনা কাম্য নয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বরত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্যের বাহিরে নন। বরং সদস্যের বাইরেও স্বেচছায় অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন ও পালন করছেন। এ ধরনের মন-মানসিকতা সাধারণ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে বার্ষিক সাধারণ সভায় হৈ-হুল্লোড়, ঝগড়া, কথা কাটাকাটি ইত্যাকার অশুভ আচরণ হওয়ার কথা নয়। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি সাধারণ সভায় অল্প সংখ্যক সদস্য বারংবার ফ্লোর নিয়ে অহেতুক ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কটাক্ষ করে থাকেন। সভার পরিবেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কমিটির সদস্যদের হেনাস্ত করতে নানাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এটা আইনসিদ্ধ নয় এবং কারো কাম্যও নয়।

সমিতির সম্মানিত সর্বস্তরের সদস্যদের মনে রাখতে হবে বার্ষিক সাধারণ সভা সদস্যদের মিলন মেলা। এখানে অংশ নিয়ে সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত হতে আসে। এ কারণে বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির মঙ্গলার্থে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি না করে যদি উন্নয়নের পথে প্রতিষ্ঠান চালাতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের কাজের প্রশংসা করতে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কার্পণ্য করা উচিত নয়। মনে রাখবেন টিপ্পনী করার চেয়ে প্রশংসাই সামাজিক কাজে মানুষকে বেশী উজ্জীবিত করে।

সর্বোপরি আমরা আশা করব সমবায় সংগঠন যেহেতু সদস্যদের নিজ অর্থে, শ্রমে গঠিত; একই সাথে দেশে বিদ্যমান আইনে নিবন্ধিত। এক্ষেত্রে সদস্যদের সক্রিয়তা, উৎকর্ষতার পাশাপাশি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সংশ্লিষ্ট সবারই নৈতিক দায়িত্ব। আমরা সবাই সমবায় নীতিমালা, মূল্যবোধ ও প্রচলিত আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল হবেই। সবাই মিলে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে আমাদের উন্নয়ন ধারা কেউ রুখতে পারবে না। ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হবে না। সর্বমহলে কাজের উৎকর্ষতা বাড়বে বৈ কমবে না।

সমবায় মানেই সহমর্মিতা, সহযোগিতা। সর্বোপরি বলা যায়, **'সকলের তরে সকলে আমরা'** এ নীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত হলে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কলহ থাকবে না। উন্নয়নের দীপশিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে সমাজকে সমবায়ের মাধ্যমে আলোকিত করতেই থাকবে। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে সমবায় প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের মতামত প্রদানের গণতান্ত্রিক ধারা যাতে কোনভাবে সংকুচিত না হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের কাজের মধ্যে এ বোধ সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

সমবায় সংগঠনে প্রতিবছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে রয়েছে আইনগত বাধ্যবাধকতা। এ কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ আইনগত অধিকার। আলোচ্যসূচিতে আমাদের অংশগ্রহণ আইন মেনে করতে হবে। এরপরও কথা থাকে সাধারণ সভায় সকল সিদ্ধান্ত নিতে হবে উপস্থিত সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নীতি মেনে। এ ধারা অক্ষুণ্ন রাখা সমবায়ী হিসেবে আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

লেখক : সেক্রেটারি, কাল্‌ব
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী
সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইয়নিয়ন লিঃ

রচনাকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩